মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং
Money, Bank & Banking

ইউনিট ৮

ভূমিকা

কথায় বলে বাজারের পণ্য কিনলে মূল্য দিতে হবে। আর এই মূল্য আমরা টাকা অর্থাৎ মুদ্রার মাধ্যমে মিটিয়ে থাকি। ব্যাংক টাকা বা এর ব্যবসা অর্থাৎ ব্যাংকিং করার সময় অর্থের মত বিনিময়ের মাধ্যম তৈরী করতে পারে। সে কারণেই এ তিন বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। এই ইউনিট থেকে শিক্ষার্থীরা মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং এর সম্পর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : মুদ্রা ও এর ইতিহাস, মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক
পাঠ-৮.২ : ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার
পাঠ-৮.৩ : ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

মূখ্য শব্দ	মুদ্রা, ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার।

পাঠ-৮.১ মুদ্রা ও এর ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুদ্রার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুদ্রার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

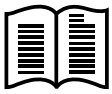

মুদ্রার ধারণা

মুদ্রা হল বিনিময়ের মাধ্যম, যা সবার কাছে গ্রহণীয় এবং যা মূল্যে ও পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে'। এবার আসুন এ বিষয়ে জেনে নিই।

যেকোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রা ব্যবহার করি। টাকার বিনিময়ে আমরা বাজার ঘাট করি মুদ্রার এটা সবচেয়ে প্রধান কাজ। যেমন–

টাকার মাধ্যমে এই সঞ্চয় করতে পারি। টাকা ব্যাংকে জমিয়ে আমরা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে পারি।

টাকার অস্তিত্ব আছে বলেই আমরা খুব সহজে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা নির্ধারণ করতে পারি। এতে করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সহজসাধ্য হয়ে যায়।

মুদ্রার ইতিহাস

এক সময়ে টাকা বা অর্থের অস্তিত্ব ছিল না। তখন একটি পণ্যের বিনিময়ে অন্য একটি পণ্য কেনা হত। 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এই প্রথাটিকে বিনিময় প্রথা (Barter System) বলা হত।

মানব সভ্যতার বিবর্তনে মানুষে চাহিদার প্রকৃতি বদলে যায়। এতে দ্রব্যবিনিময় প্রথা ব্যর্থ হয়। বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং মূল্যের পরিমাপক হিসাবে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা মুদ্রা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

বিনিময় মাধ্যমে মুদ্রা হিসাবে বিভিনড়ব সময় কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর, ঝিনুক, পোড় মাটি, তামা, রুপা ও সোনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অলংকারাদিসহ অন্যান্য ব্যবহারের কারণে কাগজি মুদ্রার প্রচলন ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিনড়ব রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বর্তমানে অন-লাইন কার্যক্রম প্রসার লাভ করায় ব্যাংক মুদ্রা যেমন– ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ট্রান্সফার ইত্যাদির প্রচলন ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।

মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক

সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মানুষের মধ্যে লেনদেন এবং বিনিময়ের কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংকব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংকব্যবস্থার জননী বলা হয়। ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসার প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তার সঞ্চয় হিসাবে সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমানতের সৃষ্টি করে, যার বিনিময়ের সঞ্চয়কারী একটি নির্দিষ্ট সুদ বা মুনাফা পেয়ে থাকে। এই আমানত ঋণ হিসাবে বর্ধিত সুদে প্রদানের মাধ্যমে

ব্যাংক তার ব্যবসায়িক মুনাফা লাভ করে থাকে। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহারও সীমিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সাথে মুদ্রার সম্পর্ক কি তা পর্যবেক্ষন করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থকারী হিসেবে একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমনত হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং অন্যদিকে ঋণ দান সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। নিচের কোনটি আদিম যুগের মুদ্রা?

ক. পাথর　　খ. তামা

গ. স্বর্ণ মুদ্রা　　ঘ. কড়ি

২। বার্টার সিস্টেম কী?

ক. দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য　　খ. টাকার বিনিময়ে দ্রব

গ. কাগজের বিনিময়ে দ্রব্য　　ঘ. টাকার বিনিময়ে টাকা

৩। মানব সভ্যতার বিবর্তনে কেন দ্রব্যাদি একে অপরের সাথে বিনিময় করে থাকে?

ক. সামাজিক বন্ধন বাড়াতে　　খ. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নযনের জন্য

গ. চাহিদা পূরণের জন্য　　ঘ. দ্রব্যাদি এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় স্থানান্তরের জন্য

৪। মুদ্রা কী?

ক. স্বর্ণ মুদ্রা　　খ. মূল্যবান তামা

গ. মূল্যবান বস্তু　　ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম

৫। নিচের কোনটি ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান?

ক. আমানত　　খ. মুদ্রা

গ. মক্কেল　　ঘ. জামানত

পাঠ-৮.২ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

ব্যাংকের সাথে পরিচিত নয় এমন লোক বর্তমানে পাওয়া যাবে না। ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। কারণ ব্যাংক অর্থের ব্যবসায় করে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ ব্যাংকে তাদের সঞ্চয় জমা রাখে। এই অংশ থেকে ব্যাংক আবার অন্য একজনকে ঋণ দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেয়। আমানতের উপর সুদ দেয় আবার ঋণের উপর বেশি সুদ নেয়। এই বেশি সুদ ব্যাংকের মুনাফা। তাহলে দেখা যায় যে, ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যসম্পাদন করে।

যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং অন্যদিকে ঋণদান সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।

ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে গেলে আমরা বলতে পারি, এটি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বিনিয়োগ করে এবং চাহিবামাত্র অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চয়কারীর কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।'

অক্সফোর্ড ডিকশনারির মতে, 'ব্যাংক হচ্ছে, অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।' ব্যাংকিং শব্দটি ব্যাংকের কার্যাবলির একটি বিস্তৃত ধারণা অর্থাৎ ব্যাংকের সকল আইনসঙ্গত কার্যাবলি ব্যাংকিং হিসাবে পরিচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার এর ধারণা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

যে প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণ ও অর্থ কমিটি এবং অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্নহিসাবের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ও ঋণ প্রদান করে তাকে কী বলে?

ক. ব্যাংক খ. আর্থিক প্রতিষ্ঠান খ. বীমা প্রতিষ্ঠান ঘ. সমবায় সমিতি

২। একটি ব্যাংকের সম্পাদিত যাবতীয় কার্যাবলীকে কী বলে?

ক. ব্যাংক খ. ব্যাংকিং গ. ব্যাংকার ঘ. ব্যবসায়

৩। ব্যাংকের যাবতীয় কার্যাবলী যে ব্যাক্তি সম্পাদন করে তাকে কী বলে?

ক. ব্যাংক খ. ব্যাংকিং গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. ব্যাংকার

পাঠ-৮.৩ ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

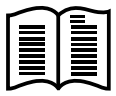

ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস

ইতালীতে 'ইধহপড়' শব্দের অর্থ লম্বা টুল। সেখানে লোম্বাডি নামক স্থানে ইহুদী মহাজনেরা লম্বা টুল বা বেঞ্চের উপর বসে টাকা-পয়সা লেনদেন করত। বর্তমানে আমরা সকলেই ব্যাংকের সাথে পরিচিত। ব্যাংকের উৎপত্তির পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করছে। তাহলে আসুন ইতিহাসটি জেনে নিই।

আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস

এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিভিন্নভাবে ব্যাংক ব্যবসায় চলে আসছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসবেত্তাগণ আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে সময়ের ভিত্তিতে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং
২. প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং
৩. মধ্যযুগের ব্যাংকিং
৪. আধুনিক যুগের ব্যাংকিং।

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং [Banking in Pre-historic days (খৃঃ পুঃ ৫০০০ অব্দের আগে)] ঃ

সভ্যতার প্রারম্ভ হতে খৃঃ পুঃ ৫০০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে প্রাগৈতিহাসিক যুগ ধরা হয়। এত সময়ে যেহেতু মুদ্রার প্রচলন ছিল, তাই কোন না কোন ভাবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ও ছিল।

২. প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং [Banking in Ancient Period (খৃঃ পূঃ ৫০০০-৪০০)] ঃ

সিন্ধু ও মিশরীয় সভ্যতার সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫০০০-২০০০) উক্ত অঞ্চলে বেশ উন্নত ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল। তখন মিশর ও সিন্ধু অঞ্চল পরস্পর ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং তারা মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে লেন-দেন সম্পন্ন করত। খৃঃ পূঃ ২০০০-৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে প্রাচীন রোম ও গ্রীসে অর্থের প্রচলন ছিল। এ সময়ে রোম সাম্রাজ্যে ও গ্রীসে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং কার্য সম্পন্ন করা হত। খৃঃ পূঃ ৫০ শতকের আগে রোমে সুদ লওয়া ও দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তার পর হতে সরকার সুদ গ্রহণ বৈধ ঘোষণা করেন।

খৃঃ পূঃ ২০০০-৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে বেবীলনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়ক হিসাবে মুদ্রা ও ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক যুগে (খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে চীন দেশে শান্সী ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দের দিকে রোমে ঋণ ব্যাংক ছিল।

৩. মধ্যযুগের ব্যাংকিং [Banking in Middle Age (খৃঃ পূঃ ৪০০ হতে ১৪০০)] ঃ

৭০০ খৃষ্টাব্দের দিকে রোমে যৌথ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১১৫০ সালে ইতালীয় প্রজাতন্ত্র গুলিতে যুদ্ধের খরচ মিটানোর জন্যে ৫% হার সুদে সরকার এক বাধ্যতামূলক ঋণের প্রচলন করেন। ১১৫৭ সালে Bank of Vanice এবং ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে The Bank of San Giorgio প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ইউরোপের স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ ব্যাংকিং ব্যাবসায়ে এত বেশী উন্নতি লাভ করে যে, তারা সরকার এবং রাজাকেও সময়ে সময়ে অর্থ ঋণ দিত। ১৩০০ খৃষ্টোব্দের দিকে ইতালীর লোম্বার্ডি হতে ইহুদী ব্যবসায়ীগণকে বিতাড়িত করলে তারা দলবদ্ধভাবে লন্ডনে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে।

৪. আধুনিক যুগের ব্যাংকিং [Banking in Modern Times (১৪০০ খৃঃ)] ঃ

১৪০৭ সালে ব্যাংক অব জেনোয়া, ১৫৮৩ সালে ব্যাংক অব ভেনিস এবং ১৬১৯ সালে ব্যাংক অব হাম্বুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫৬ সালে প্রথম সনদ প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে ঞযব ইধহশ ড়ভ ঝবিফবহ এবং ১৬৯৪ সালে দ্বিতীয় সনদ প্রাপ্ত ব্যাংক হিসাবে The Bank of England প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, The Bank of England হলো বিশ্বের প্রথম সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা দেশের মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করে।

এ কথা সত্য যে, সকল যুগের ব্যাংকের মধ্যেই প্রকৃতিগত ও মৌলিক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে সময়ের ব্যবধানে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকিং,

(২) প্রাচীন যুগের ব্যাংকিং,

(৩) মধ্যযুগের ব্যাংকিং এবং

(৪) আধুনিক যুগের ব্যাংকিং।

প্রথম সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম দি ব্যাংক অব সুইডেন।
বিশ্বের সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর নাম ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ব্যাংক অব ভ্যানিস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১১৫৭ খ. ১১৭৭
গ. ১২৫৭ ঘ. ১২৭৭

২। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের আধুনিকায়নে নেতৃত্ব দেয় কোন ব্যাংক?

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. ব্যাংক অব ভ্যানিস
গ. ব্যাংক অব সুইডেন গ. রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

৩। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৫৯৪ সালে
খ. ১৬৯৪ সালে
গ. ১৬৯৭ সালে
ঘ. ১৭৯৪ সালে

৪। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক
খ. ব্যাংক অব ভ্যানিস
গ. ব্যাংক অব সুইডেন
গ. রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাংক বলতে কি বোঝায়?
২। ব্যাংকিং বলতে কী বুঝায়?
৩। ব্যাংকার বলতে কী বুঝায়?
৪। ব্যাংকের পূর্বসূরী কারা?
৫। বিশ্বের প্রথম সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম কি?
৬। বিশ্বের প্রথম সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাংকের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করুন।
২। আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির বিবরণ লিখুন।
৩। মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক আলোচনা কর।
৫। ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকারের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. জনাব মিজানুর রহমান ব্রাক ব্যাংকের ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটের একজন প্রশিক্ষক। ব্রাক ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ক্লাশে তিনি আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে আলোজনা করেন। তিনি ব্যাংক ও মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

ক. ব্যাংক বলতে কী বুঝ?
খ. মুদ্রা বলতে কী বুঝ?
গ. ব্যাংক ও মুদ্রার সম্পর্ক আলোচনা করুন।
ঘ. মুদ্রার ব্যবহার কীভাবে দ্রব্য বিনিময়কে সহজ ও সাবলীল করেছে? ব্যাখ্যা করুন।

২. জনাব ইসলাম একজন আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। তার ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদনের জন্য নিয়মিত ব্যাংকের সাথে অর্থ আদান প্রদান করেন। এজন্য তিনি অবসর সময়ে ব্যাংক ও ব্যাংকিং সম্পর্কে পড়ালেখা করেন। তিনে পড়ালেখা করে জানতে পারেন আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অপরিসীম অবদান রয়েছে।

ক. ব্যাংক শব্দ দ্বারা কী বুঝায়?

খ. মুদ্রার প্রচলনের সাথে ব্যাংকের উৎপত্তি কীভাবে সম্পৃক্ত?

গ. ব্যাংক ও ব্যাংকিং এর মধ্যে পার্থক্য কী?

ঘ. 'আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নয়নে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অবদান অপরিসীম'-বক্তব্যটির যথার্থতা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ :	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ক